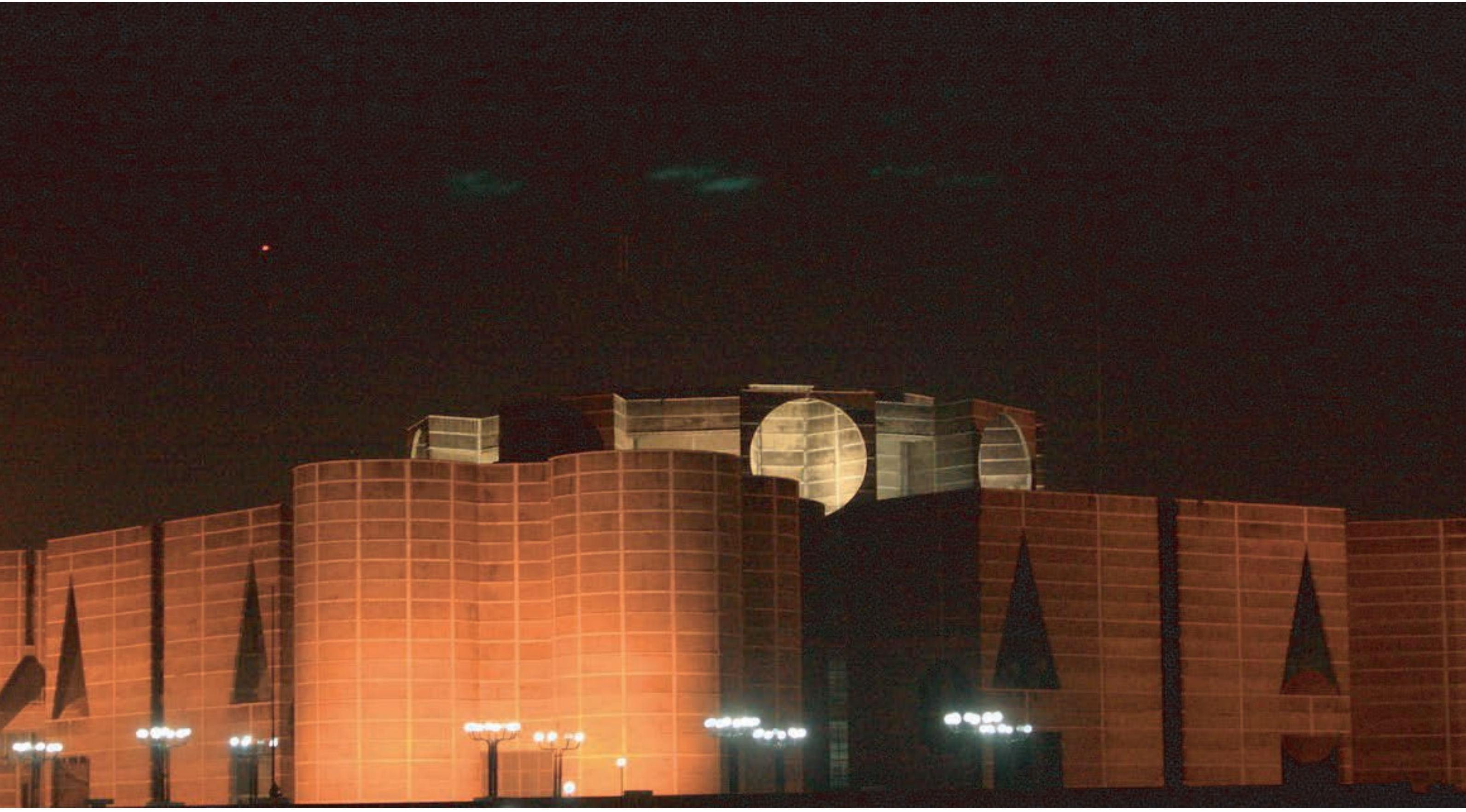

পলিসি ব্রিফ

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১৮

নভেম্বর ২০১৩

ভূমিকা

গৌরবময় স্বাধীনতার বিয়াল্লিশ বছরে উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় কৃতিত্ব লাভ করেছে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় হয়েছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ভূমিকা সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন যেমন একদিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমনি অন্যদিকে জনগণের কাছে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সুশাসন কাঠামো সুদৃঢ় করার অনুঘটক হিসেবেও কাজ করে।

আসন্ন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সম্বলিত ইশতেহার প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দলের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে।

১. সংসদ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দল

১.১ জাতীয় সংসদকে জাতীয় বিষয়ের নীতি-নির্ধারণ, রাজনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর করতে হবে। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ‘আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করা হবে’ মর্মে অঙ্গীকার করতে হবে। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে অনুপস্থিতির সুযোগ দলগতভাবে নয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং তার মেয়াদ অনধিক ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করা হবে।

১.২ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংস্কার এনে সংসদ সদস্যদের জাতীয় স্বার্থে স্বাধীনভাবে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকার গঠন, আস্থা/অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট সংক্রান্ত ভোটের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

১.৩ সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন পাশ করতে হবে।

১.৪ বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ দিতে হবে।

১.৫ জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জনমত যাচাই এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিটি গঠনের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করতে হবে। সংসদীয় কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে মর্মে বিধান প্রণয়ন করতে হবে। সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা ৬০ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১.৭ বিরোধী দল থেকে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করতে হবে এবং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করতে হবে যাতে কার্যকর জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোর কমপক্ষে ৫০% সভাপতির পদ বিরোধী দল থেকে রাখার বিধান করতে হবে।

১.৮ মন্ত্রী-এমপিদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংসদ অধিবেশনে ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশ এবং প্রতিবছর হালনাগাদ করতে হবে।

১.৯ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় সংসদীয় উন্মুক্ততার সংস্কৃতির চর্চা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে।

১.১০ রাজনৈতিক দলগুলোর সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে।

১.১১ সরকার প্রধান কর্তৃক দলীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা কর্তৃক বিরোধী দলের প্রধানের দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

১.১২ রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের আয়, ব্যয় ও সম্পদের পূর্ণ হিসাব বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের আয় সংক্রান্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করতে হবে।

১.১৩ যেকোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম, পদ বা অবস্থানকে মুনাফা বা সুবিধা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার চর্চা ও মানসিকতা বন্ধ করতে হবে।

১.১৪ নির্বাচনে ‘না’ ভোটের প্রর্বতন করতে হবে।

২. জাতীয় সততা ব্যবস্থা

২.১ দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও তথ্য কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও কমিশনার/সদস্যসহ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ এবং দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা পরিহার করতে করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সংস্কার সাধন পূর্বক বস্তুনিষ্ঠ ও কঠোর নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

২.২ কমিশনগুলোর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে।

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পৃথক সেল গঠন করতে হবে।

২.৪ দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, দলীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত ও কার্যকর করতে হবে। বিশেষ করে; (ক) দুদক আইন (সংশোধনী) ২০১৩ এর ৩২(২) ও ৩২ক ধারা বিলুপ্ত করে বাংলাদেশের অন্য সকল নাগরিকের মতই জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের সহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) দুদকের সচিব নিয়োগের এখতিয়ার দুদকের হাতে অর্পন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রভাব নিরসনে সংশ্লিষ্ট ধারা বিলুপ্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে।
(গ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে পরিপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করতে হবে। এমন কোনো আইনি সংস্কার করা যাবে না যা কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা খর্ব করতে পারে। কমিশনকে তার নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, সকল পর্যায়ের কর্মী নিয়োগ এবং বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানের বাজেটকে সরকারের দায়যুক্ত তহবিলে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

২.৫ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও খাতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী প্রক্রিয়া মেধা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক হতে হবে। এক্ষেত্রে সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে।

২.৬ বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারী উৎকর্ষ ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ এবং সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করতে হবে।

২.৭ আর্থিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে অনতিবিলম্বে অডিট আইন পাশ করতে হবে।

২.৮ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিচার বিভাগকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে। জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষে বিচার বিভাগের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.৯ বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে। সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

২.১০ সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ও গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

৩. জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার

৩.১ যে কোন ধরণের প্রভাব, স্বজনপ্রীতি এবং রাজনৈতিক আনুগত্য পরিহার করে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন করতে হবে। জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও গণমুখীতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, প্রশাসনসহ সকল সরকারি খাতে আধুনিক কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২ উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ক) রাজনৈতিক প্রভাববর্জিত, বাস্তবসম্মত এবং জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে;

খ) প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সততা ও শুদ্ধাচারের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে হবে;

গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সূত্রের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের বাস্তবায়নে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানে নৈতিক আচরণ বিধি প্রনয়ণ করতে হবে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য পৃথক সততা ও শুদ্ধাচার ইউনিট চালু করতে হবে;

ঘ) ই-প্রকিউরমেন্টের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং

ঙ) যেকোন ধরণের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টির সকল পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য ক্রয় নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

৩.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতায়ন, গতিশীল ও দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে।

৩.৪ 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১' এর সংশোধন করে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের প্রভাব বিস্তারের সকল প্রকার সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

৪. তথ্য অধিকার, মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৪.১ সকলের জন্য তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

৪.২ তথ্যের অভিগম্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না।

৪.৩ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এমন কোন আইন করা যাবে না যা মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের চেতনার পরিপন্থী। এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪.৪ সম্প্রচার মাধ্যম সমূহের বিকাশের জন্য সহায়ক ও প্রচার-বান্ধব এবং মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে করে একটি জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ে সংবাদ ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে "সরাসরি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য বা মতামত প্রচার করা যাবে না" বলে প্রস্তাব করা হয়েছে যা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন যেমন The Censorship of Films Act, 1963; Cinematograph Act-1918 কে যুগোপযোগী করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করতে হবে। বিজ্ঞাপন প্রচারে নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে Consumer Rights Protection Act, 2009 এর আলকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪.৫ সরকারি মালিকানাধীন বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে।

৪.৬ তথ্য অধিকার আইনের চেতনা বিরোধী এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পরিপন্থী 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত) আইন ২০১৩' এর ৫৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধের সংজ্ঞা, শাস্তির বিধান সম্বলিত উপধারাসহ অন্যান্য নিবর্তন মূলক উপধারা বাতিল করতে হবে।

৪.৭ গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৮ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

৪.৯ ওয়েবসাইট, বিভিন্ন প্রতিবেদন ও অন্যান্য মাধ্যমের সহযোগিতায় সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১০ তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের চাহিদা, উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.১১ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আইনটিকে পরিচিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বিবিধ

৫.১ রাজনৈতিক স্বার্থে নারী, শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ও ধর্মকে পুঁজি করে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের অপচেষ্টা বন্ধ করতে হবে।

৫.২ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীর কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন ও আইনি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে, এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন চালু করতে হবে।

৫.৩ নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীসহ সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বৈষম্যমূলক সকল আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংশোধন করতে হবে।

৫.৪ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সাংবিধানিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য কার্যকর ও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৫ সশস্ত্রবাহিনীর গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক একটি যুগোপযোগী, আধুনিক ও গণমুখী প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৫.৬ সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়সহ সামরিক খাতে সকল ব্যয়ে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সংসদ ও বিশেষ করে সংসদীয় কমিটির নিকট জবাবদিহিতার কার্যকর ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে।

৫.৭ সামরিক বাজেটে খাতওয়ারি বিস্তারিত বরাদ্দ প্রকাশসহ জাতীয় সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৮ সংবিধানের ২০.২ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বাজেটে কালো টাকাকে বৈধতা প্রদানের অনৈতিক, বৈষম্যমূলক ও দুর্নীতি সহায়ক চর্চা বন্ধ করতে হবে ।

৫.৯ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে হবে। সনদের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধিতে সুশীল সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজনের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এমন কোন আইন বা বিধি প্রনয়ণ করা যাবে না যা এক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

৫.১০ পূর্ববর্তী সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১১ এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এ ধরণের বিধি পরিহার করে এনজিও কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য এ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

৫.১২ রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা প্রত্যাহার বন্ধ করতে হবে, এবং ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীকে আইনের উর্ধ্বে রাখার চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুনের কার্যকর প্রয়োগের চাহিদা সৃষ্টি ও সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে। বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৭টি পলিসি ব্রিফ প্রণীত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh